■ **আহ্বান:** বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ। যেখানে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে মঙ্গলবার রাজ্যকে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রোতা একঝাঁক শিল্পপতি, অর্থমন্ত্রীও। নিজস্ব চিত্র

শুরুতে ১৭ হাজার কোটি, সঙ্গে প্রশস্তিও

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনে াজ্য লগ্নি প্রতিশ্রুতি পেল ১৭ হাজার কাটি টাকার। যার মধ্যে জেএসডব্লিউ গাষ্ঠী সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, ইস্পাত-সহ বভিন্ন ক্ষেত্রে লগ্নি করবে ১০ হাজার কাটি টাকা। রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের র্ণধার মুকেশ অম্বানী বললেন তাঁর ংস্থার টেলিকম পরিষেবা জিও-কে াজ্যে সকলের দরজায় পৌঁছে দওয়ার কথা। সঙ্গে তাঁর তরফে তিশ্রুতি রইল, পেট্রোপণ্য ও খুচরো্যবসায় আগামী তিন বছরে ৫,০০০ কাটি ডলার।

হয়তো বিনিয়োগের অঙ্ক হিসেবে ই সংখ্যা বিরাট নয়। কিন্তু অম্বানী থকে আর্সেলর-মিত্তলের কর্ণধার ক্ষ্মী মিত্তল— যে ভাবে সকলে এ দিন 'পরিবর্তনের বাংলা'কে প্রশংসায় ড়ে দিয়েছেন, তাতে অন্তত রাজ্যের াবমূর্তি অনেকখানি শুধরেছে বলে নে করছেন স্থানীয় শিল্পমহলের কাংশ। বিরোধীদের অবশ্য কটাক্ষ, ই ঢক্কানিনাদই সার। লগ্নি সে ভাবে াসার লক্ষণ কোথায়?

মঙ্গলবার রাজারহাটে কনভেনশন েন্টারে বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের দ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে গ্নির কথা ঘোষণা করেছেন সঞ্জীব গায়েন্কা, কিশোর বিয়ানি, সরোজ পাদ্দার, নিরঞ্জন হীরানন্দনীর তো শিল্পপতিরাও। মুকেশ যেমন লেছেন, এর আগে সাড়ে চার াজার কোটি টাকা লগ্নির পরিকল্পনা নরেও ইতিমধ্যেই রাজ্যে ১৫ হাজার কাটি ঢেলেছেন তাঁরা। অম্বানীর াবি, মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের রিবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি ন্নত পরিকাঠামো গড়েছেন, মূলত স জন্যই এ রাজ্যকে লগ্নির মানচিত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাঁরা। এ াজ্যে বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছেন গোয়েন্কা, জিন্দলরাও।

শিল্পমহলের একাংশের বক্তব্য, াক লাগানো লগ্নি প্রস্তাব এখনও াসেনি ঠিকই। কিন্তু অম্বানী, মিত্তলের মতো শিল্পপতির মুখে যে চ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা গিয়েছে, তা াজ্যের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করবে। যখানে পুঁজি ঢালতে আগ্রহী হবেন দশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। মোট গ্নির অঙ্ক স্পষ্ট হবে আজই।

প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব

মুকেশ অম্বানী

রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ

- ■ মোবাইল ফোন, সেট-টপ বক্সের মতো যন্ত্র তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। কথা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে
- ■ পাইলট প্রকল্প হিসেবে রাজ্যের পাঁচ জেলায় ডিজিটাল পরিষেবা কেন্দ্র
- ■ এ বছরের মধ্যেই রাজ্যে সকলের দরজায় জিও-র পরিষেবা
- ■ অপটিক ফাইবার কেবল মারফত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদিতে ডিজিটাল পরিষেবার সুবিধার বন্দোবস্ত
- ■ দু'বছরে ছোট বিক্রেতাদের জন্য ডিজিটাল পরিষেবা
- ■ তিন বছরে খুচরো বিপণি চালু, পেট্রোল পাম্প খোলা ইত্যাদিতে ৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি

সজ্জন জিন্দল

জিন্দল স্টিল

- ■ বিদ্যুৎ উৎপাদন, নতুন ইস্পাত কারখানা, সিমেন্ট কারখানার সম্প্রসারণ সমেত নানা ক্ষেত্রে ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

অজয় সিংহ

স্পাইসজেট

- ■ অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে উড়ান চালু
- ■ রাজ্যে সি-প্লেন তৈরির ভাবনা

কিশোর বিয়ানি

ফিউচার গোষ্ঠী

- ■ রাজ্য জুড়ে নিজেদের খুচরো ব্যবসার সম্প্রসারণ
- ■ কয়েক বছরে ৫৫ হাজার নতুন কর্মসংস্থান

সঞ্জীব গোয়েন্কা

আরপিজি সঞ্জীব গোয়েন্কা গোষ্ঠী

- ■ বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় ১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ
- ■ দুর্গাপুরে কার্বন ব্ল্যাক কারখানা

নিরঞ্জন হীরানন্দনী

হীরানন্দনী গোষ্ঠী

- ■ দু'বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশে গ্যাস পাইপলাইন
- ■ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও গ্যাস

সরোজ কুমার পোদ্দার

অ্যাডভেঞ্জ গোষ্ঠী

- ■ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১,০০০ কোটি লগ্নি

লক্ষ্মী মিত্তল

আর্সেলর-মিত্তল

- ■ সমাজকল্যাণমূলক কাজে সামিল হওয়ার পরিকল্পনা

এ বার অন্ডাল থেকে স্পাইস, সংশয় বহালই

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুরের অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে এ বার সরাসরি হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুর উড়ান চালু করার আগ্রহ দেখাল স্পাইসজেট।

মঙ্গলবার বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সংস্থার মালিক অজয় সিংহ এ ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, "এ রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক দিনের। দুর্গাপুর থেকে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে উড়ান চালাতে চাই। আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে।" একই সঙ্গে রাজ্যে ভবিষ্যতে ছোট সি-প্লেন (জলে নামতে পারে এমন বিমান) তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগী হতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন সিংহ। আগামী দিনে তাঁরা ভারতে সি-প্লেন চালাবেন বলেও জানান।

কেন্দ্রের 'উড়ান' প্রকল্পে সাড়া দিয়েই অন্ডালে পা রাখতে চায় স্পাইস। ২০১৬-র অক্টোবরে ছোট শহর থেকে আঞ্চলিক বিমান পরিবহণ প্রকল্প উড়ান (ইউডিএএন) চালু করে বিমান মন্ত্রক। পুরো কথা, "উড়ে দেশ কা আম নাগরিক'। এই প্রকল্পেই এ মাসের শেষে পরিষেবা চালুর কথা এয়ার ডেকানের। ১৯ আসনের বিচক্রাফ্ট বিমান চালানোর জন্য ভর্তুকিও পাবে তারা। তবে একই বিমানবন্দর থেকে দু'টি সংস্থাকে যেহেতু ভর্তুকি দেওয়া হয় না, তাই স্পাইসজেট ভর্তুকি পাবে না।

২০১৫-র মে মাসে অন্ডাল লাইসেন্স পাওয়ার পরে এয়ার ইন্ডিয়া ও জুম এয়ার ভর্তুকি নিয়ে কলকাতা-অন্ডাল-দিল্লি রুটে উড়ান চালিয়েছে। তবে দু'টি সংস্থাই পর্যাপ্ত যাত্রী না পেয়ে উড়ান তুলে নিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় সিংহ উড়ান চালানোর কথা বলায় অবাক শিল্পমহলের একাংশ। কলকাতা বিমানবন্দর থেকেও উড়ান বাড়ানোর কথাও জানান সিংহ।

সালতামামি

২০১২

- ■ কাজ শুরু

২০১৫

- ■ চালু হেলিকপ্টার পরিষেবা
- ■ মে মাসে বিমানবন্দরের লাইসেন্স
- ■ ওই মাস থেকেই ভর্তুকি দিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার কলকাতা-অন্ডাল-দিল্লি উড়ান চালু

২০১৬

- ■ এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান বন্ধ

২০১৭

- ■ জানুয়ারিতে জুম এয়ারের উড়ান চালু
- ■ তা বন্ধ সেপ্টেম্বরেই
- ■ মাঝে দু'একটি ছোট সংস্থার অনিয়মিত উড়ান

২০১৮

- ■ এ মাসের শেষেই উড়ান চালুর কথা এয়ার ডেকানের
- ■ এ দিন তা চালুর কথা বলল স্পাইসজেট-ও

"দুর্গাপুর থেকে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে উড়ান চালানো হবে বলে ঠিক করেছি আমরা।

অজয় সিংহ

কর্ণধার, স্পাইসজেট